(গীতিপূর্ণ পৌরাণিক নাটিকা)

শ্রীশ্রীচণ্ডী থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

মঙ্গলবার ২৯শে জ্যৈষ্ঠ—১৩৪০ সাল

প্রণেতা

শ্রীসুধীর কৃষ্ণ মিত্র

কলিকাতা

আষাঢ়—১৩৪০

উৎসর্গ

যাঁহার উপস্থিতিতে এই ক্ষুদ্র নাটিকার প্রথম অভিনয় হয়,
যাঁহার নিকট হইতে এই ভাষা স্কুল ও কলেজ
জীবনে শিক্ষালাভ করি, সেই
গুরু ও শিক্ষক

শ্রীমন্মথনাথ বসু, এম, এ,

মহাশয়ের করকমলে এই পুস্তকখানি ভক্তি ও
শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত
হইল।

স্নেহের—
শ্রীসুধীর

ভূমিকা

শ্রীশ্রীচণ্ডী কল্পনাপ্রসূত নাটীকা নহে, ইহা হিন্দু স্ত্রীলোকগণের পুণ্যগাথা; জয়মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রতকথা অবলম্বনে নাটকাকারে লিখিত। শ্রীশ্রীচণ্ডী থিয়েটারের সত্বাধিকারী পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বটকৃষ্ণ মিত্র যাহাতে তাহার নাট্য-মন্দিরের উদ্বোধনেই এই পুণ্য মঙ্গলকাহিনী জনসাধারণকে শুনাইতে পারেন তাহার জন্য আমাকে এই নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করেন এবং তাহারই অনুরোধে আজ এই নাটকের রচনা।

বন্ধুবর শ্রীব্রজবল্লভ পাল ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বটকৃষ্ণ মিত্র এই নাটিকাখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে পূজনীয় শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় (প্রভু) ও বন্ধুবর শ্রীসুকুমার বসু এই পুস্তকখানির আদ্যপান্ত দেখিয়া দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতাপাসে আবদ্ধ করিয়াছেন।

৫৮ নং বিডন ষ্ট্রীট,
শুভ রথযাত্রা
১৩৪০

শ্রীসুধীর কৃষ্ণ মিত্র

পরিচয়

—:•:—

নারদ	দেবর্ষি
অঙ্গরাজ	রাজা
বেনরাজ	ঐ পুত্র
পৃথু	বেনের ভস্ম হইতে উদ্ভূত পুত্র
অত্রি	মুনি
হরবল্লভ	জনৈক বণিক

মন্ত্রী, বয়স্য, পুরোহিত, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, তাপসদ্বয়, নাগরিকগণ, সভাসদগণ, সারথি ও দৌবারিক

শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতা

জয়া	ঐ প্রধানা সখি
মঞ্জুষা	রাণী
সবিতা	ঐ পুত্রবধূ
রত্নগিরি	হরবল্লভের স্ত্রী

চণ্ডীসহচরীগণ, সখিগণ ও নাগরীক

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৪০

সত্বাধিকারী—শ্রীবটকৃষ্ণ মিত্র ও
শ্রীবিমলকৃষ্ণ মিত্র

প্রযোজক —শ্রীবটকৃষ্ণ মিত্র

শিক্ষক —শ্রীঅমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী ও
শ্রীসন্তোষকুমার শীল

নারদ —শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার চক্রবর্ত্তী

বেন—শ্রীবটকৃষ্ণ মিত্র

পৃথু—শ্রীমতী লীলাবতী (ছোট)

মন্ত্রী—শ্রীবিশ্বেশ্বর গুপ্ত

বয়স্য—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পুরোহিত ও অত্রিমুনি—শ্রীসন্তোষকুমার শীল

ঋষিগণ ও তাপসদ্বয়—শ্রীতারাপদ দাস ও শ্রীসুধীর বসু ইত্যাদি

ব্রাহ্মণগণ—শ্রীসরোজবাবু ও শ্রীতারাপদবাবু ইত্যাদি

নগরবাসীগণ—শ্রীসন্তোষ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীব্রজবল্লভ পাল ইত্যাদি

সারথি—শ্রীসুবোধ ঘোষাল

দৌবারিক—শ্রীতারাপদবাবু

নৃত্য পরিকল্পনাচার্য্য নৃত্য শিক্ষক—শ্রীব্রজবল্লভ পাল

ঐ সহকারী—শ্রীঅমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত শিক্ষক— শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীব্রজবল্লভ পাল

হারমোনিয়ম বাদক—শ্রীপাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহালাবাদক— শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়

বংশীবাদক—শ্রীবিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পিয়ানো বাদক—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তবলা বাদক— শ্রীরাখালচন্দ্র রায়

চিত্রশিল্পী—শ্রীনীলমণি কর

স্মারক—শ্রীশচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

জয়া—শ্রীমতী অম্বালিকা

মঞ্জুষা—শ্রীমতী লীলাবতী (বড়)

সবিতা—শ্রীমতী আশালতা

সখিগণ—শ্রীমতী ননীবালা, ষোড়শী, ঊষারাণী, লীলাবতী, আশালতা,

সত্যবালা, মেনকা, ভানুমতী ইত্যাদি

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রস্তাবনা

দৃশ্য—স্বর্গের উদ্যান

চণ্ডী সহচরীগণের গীত

ফুলের খেলায় মাত্‌বি যদি আয় কাননে আয়।
পলাশ বনের ফাঁকে ফাঁকে, চাঁদের আলো
বয়ে যায়॥
কমল বনের নয়নগুলি. দখিন হাওয়ায় উঠ্‌লো ফুটি,
সরস কোমল হাতখানি তায় পরিয়ে দে গলায়।
ভ্রমরের গুন্‌ গুণ্‌ গানে, কতই কথা কইছে কানে,
দোয়েলে শিশ্‌ দিয়ে যায়, আগুন জ্বালায়,
কোন পরাণের কোন খানে,
সুখ বিছানো বুক বিছানায় (কেবল) মদন শুতে চায়

(শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রবেশ)

চণ্ডী। জয়া ! অধির এ হৃদি না পারি
করিতে স্থির ; ভক্তজায়া, রাজদুহিতা
অঙ্গ রাজমহিষী ডাকিছেন মোরে
সকাতরে। পুত্রহীনা নারী, পুত্রের
কারণ ভুঞ্জিছে অশেষ জ্বালা।
যাও ত্বরা ধরাধামে ! কহিও তাহারে
অতি সযতনে, তুষ্ট মাতা চণ্ডীকা
তব প্রতি। তাঁহারি প্রসাদে অচীরে
হইবে তুমি পুত্রের জননী। এই শুভ
বার্ত্তা লয়ে যাও জয়া পবন
গতিতে পৃথিবীতে।

জয়া। মাতা ! একাকিনী তোমা ছাড়ি,
হয়ে সঙ্গীহারা কেমন যাইব
পৃথিবীতে ? পৃথিবীর রৌদ্র তাপ
অশেষ সে জ্বালা কেমনে সহিব !
ভয় হয় পাছে কলুষ বাতাসে
হয় মোর সর্ব্বনাশ। মাতঃ !
রক্ষ মোরে ! বলো না যাইতে ;
অন্যে দেহ হেন কার্য্য ভার।

চণ্ডী। কিবা ভয় ! তুমি রবে শুধু তার
সাথে সাথে; অলক্ষে রহিব

আমি পশ্চাতে তোমার। মম বরে
কলুষ না পর্শিবে তোমায়।

জয়া। যাব। পালিব মা তব আজ্ঞা! কর আশীর্ব্বাদ,
পারি যেন সাধিতে মা তব কার্য্যভার।

চণ্ডী। শুন জয়া! রাজ ভার্য্যায় শুনাইও
মম ব্রত কথা, নিশিদিন
থাকিয়ে তাহার পাশে; নিরাশায়
কূল রাণী পাইবে নিশ্চয়।

(প্রস্থান)

জয়া। সখি! পোহাইল মোর সুখনিশি,
ডুবিল মোর সুখতারা। একাকিনী
রহিব ধরায় ছাড়ি তোমা সবাকায়।
মাতৃ আজ্ঞা; যেতে হবে; দেহ লো
বিদায়!

গীত

কেমনে মুছিব বল আঁখি বারি
কেমনে রহিব একা ধরাপরি॥
কি ফল বল এ জীবনে আর,
যদি না হেরি তোমা সবাকার;
ধরা কারাগার, হৃদি হাহাকার,
নারী হয়ে বল কেমনে সহিতে পারি॥

সহচরীগণের গীত

মুছ আঁখি লোর বিদায় বেলায়।
সাধিতে মায়ের কাজ যাও লো ধরায় ॥
তোমারি বিহনে হবে হৃদি আঁধার,
তোমারি বিরহে বহিবে আঁখিধার,
আকাশ বাতাস বহে দীর্ঘশ্বাস
বেদনার বাঁশী তারাও বাজায়
এস' ফিরে এস সাধি নিজ কাজ,
(আবার) কবে পাবো লো তোমায় ॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ সভা

অঙ্গ রাজা সিংহাসনে আসীন, মন্ত্রী, বয়স্য ও পাত্রমিত্রগণ বর্ত্তমান

অঙ্গ। মন্ত্রী! কহ বিবরিয়া রাজ্যের কুশল ;
প্রজাগণ মন সুখে করিতেছে
বাস ? অসুখী আছে কি কেহ
মম রাজ্যে আমি ছাড়া !

মন্ত্রী। মহারাজ! তব রাজ্যে সকলি মঙ্গল।
কিন্তু বিধি বিড়ম্বনে, পুত্রের কারণে
হতে'ছ কাতর ; মনে লয়, দেবী
পূজা বিনা না হইবে তব পুত্র লাভ।
তাই কহি হে রাজন! বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণে
করি আবাহন, জিজ্ঞাস তাঁদের।

শাস্ত্রমতে কোন দেবীরে করিলে
অর্চ্চনা হৃদিজ্বালা হবে তব দূর।

অঙ্গ। মন্ত্রী! কায়মনোবাক্যে স্মরি সর্ব্ব
দেব দেবীরে; পূজা কি শ্রেষ্ঠ তাহা
হতে? অন্তরের ইচ্ছা সদা নিবেদি
সর্ব্ব দেব দেবী পায়, তবু না হয়
উপায়। নাহি জানি নিরবধি কেন হৃদি
দহে সদা পুত্রের কারণ।

(গান গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী।
দেবকী নন্দন, কংস বিনাসন, জনার্দ্দন ভয়হারি॥
পঞ্চ মুখে তব নাম গায় পঞ্চানন,
আর গায় তব নাম চতুরানন,
দীন ভক্ত তব যাচে ও শ্রীচরণ
কৃপা কর হে মুরারী॥

(রাজা পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া নারদের পূজা করিলেন।)

নারদ। জয়োঽস্তু হে ভূপ শ্রেষ্ঠ!
করি আশীর্ব্বাদ, অচিরে পূরে
যেন তব মন সাধ।

অঙ্গ। কৃতার্থ করিলে দেব!
ধন্য এ সভা আজি তব পদার্পণে।
কহ দেব অধমেরে, কোন পাপে
পুত্র বিনা পেতেছি সন্তাপ?

নারদ। পাপ! একি কথা কহিছ রাজন্!
না কহিও হেন বানী; তব সম
পূণ্যবান্ কে আছে ধরায়?
শুন রাজা! জানিয়াছি ধ্যানযোগে,
পত্নীসহ পূজিলে মা চণ্ডীকায়
বন্ধ্যানারী পুত্র কোলে পায় সুনিশ্চয়;
তাই রাজা এসেছি হেথায়,
জানাতে তোমায়। ধর্ম্মপত্নীসহ
ব্যবস্থা কর পূজার তাঁহার,
অচীরে হইবে সিদ্ধিলাভ;
ধরাধামে মার নাম হইবে প্রচার।

অঙ্গ। হে দেবর্ষি! কৃপা যদি করিলে আমায়,
তবে কহ বিবরিয়া, কোন মাসে, কোন
তিথি ধরি, কোন উপচারে পূজিব
মাতারে; যদি সে পালন বিধি
হয় অতীব কঠিন, তথাপি পুত্রের
তরে, সহধর্ম্মিনী সহ সে ব্রতের
করিব পারণ।

নারদ। নহে রাজা ব্রত সুকঠিন!
স্ত্রীগণের পক্ষে এই ব্রত অতি
পূণ্যকর। জ্যৈষ্ঠের মঙ্গলে অতি
শুদ্ধকালে, সস্ত্রীক যেই জন,

এ ব্রতের করে আয়োজন, পুত্র
ফল পায় সে নিশ্চয়। পরে পুত্র
ও স্বামীর কল্যাণ হেতু আজীবন
নারীগণ এই ব্রত করেন পালন;
পূজাবিধি অতীব সহজ। টানস ফলের পাতা
শুপারী, আম্রশাখা, দূর্ব্বা, প্রত্যেকটি
যোগাড় করি, বাঁধি এক বস্ত্রে, নৈবেদ্য
সহ, নানা ফল ফুলে করিবে মাতার পূজা;
পরে চিপিটক দিয়া ফলাহার
করিবে সেই দিন; পূজাঅন্তে ব্রতকথা যতেক শুনিবে
হে রাজন্! অধিক নহেক
কিছু, সামান্য এ ব্রতের নিয়ম।

অঙ্গ। ধন্য, ধন্য আমি দেবর্ষি কৃপায়;
করুন আশীর্ব্বাদ, পূরে যেন
মন সাধ।

নারদ। তথাস্তু। কায়মনোবাক্য, স্থির
চিত্তে ডাকিও মাতায়! ভক্তিভরে
দোঁহে মিলি করিও প্রার্থনা;
মঙ্গলময়ী মা চণ্ডীকা নিশ্চয়ই করিবেন
মঙ্গল তোমার।

অঙ্গ। শিরোধার্য্য আদেশ আপনার।
ঋষিবর! তপস্যায় ক্লীষ্ট দেহ;

মম অনুরোধ ক্ষণেকের তরে
লউন বিশ্রাম ; নৃত্য, গীতে,
হাস্যে, লাস্যে যত অবসাদ
তব হউক দূর। দেহ আজ্ঞা মোরে
যাই অন্তপুরে রাণীরে জানাতে
এ শুভ বারতা। (প্রস্থান)

নারদ। যাও বৎস্য। (রাজার প্রস্থান)

(সখীগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

কোন অতিথি এলোরে আজ স্বর্গ হতে মর্ত্ত্য পরে।
সাজিয়ে ডালা, বরণ ক'র বসালো তারে যতন করে॥
সৌম্য তার আনন হেরে,
দামিনী তায় লাজে মরে,
অঙ্গেতে তাঁর সুরভি বয়—
গন্ধে আকুল পরাণ ভরে॥
চামর ব্যজন করলো তারে,
দেবর্ষি আজ মোদের ঘরে,
এসেছেন আজ অতিথ হয়ে
জীবের দুঃখ মোচন তরে॥

(সখীগণের প্রস্থান)

বয়স্য। দিনগুলো বেশ কাটছিলো। কিছুরই অভাব ছিল না ; তবে ঐ যা বংশধর। একজন মলে তো আর একজন রাজা হবেই। তবে ছেলে ছেলে করে লাভ কি! কি বল ঠাকুর!

নারদ। এক পক্ষে ঠিক্! কিন্তু মলে যখন ভূত হয়ে বেড়াতে হবে, তখন পুত্র ছাড়া উপায় কি বল।

বয়স্য। ও! মলেই ভূত হয়। বুঝেছি ঠাকুর; যখন আপনার শুভাগমন হয়েছে তখন একটা উপায় নিশ্চয়ই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কেন, আরও কত কি হবে। ঝড় উঠ্লো না ঠাকুর!

নারদ। হরি! হরি!! তা হ'লে তুমি কি বল্তে চাও ঝড়ের অগ্রদূত হচ্ছি আমি।

বয়স্য। লোকে তো তাই বলে! তবে পুরোনা হোক যতটা রটে, তার কিছু তো বটে।

নারদ। তবে তাই। এখন যাই একবার অন্তঃপুরে, রাণী যাতে শীঘ্রই মা মঙ্গল চণ্ডীর পূজার ব্যবস্থা করেন দেখিগে। (প্রস্থানোদ্যত)

বয়স্য। সে তো হবেই ঠাকুর। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আর কি কি হবে বল্লে ভাল হত না।

নারদ। আর কি হবে তিনিই জানেন; শ্রীহরি যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।

(প্রস্থান)

বয়স্য। মন্ত্রী! আর কি দেখ্ছো। এ রাজ্যের পতন অতি নিকট। যখন স্বয়ং দেবর্ষি এসেছেন, তখন যে কোন মতলব নিয়ে আসেন নি এটা আগেই আমাদের বুঝা উচিৎ ছিল। রাজা ছেলে ছেলে

করে পাগল হচ্ছিল, এইবার ছেলে তো হবেই, এ ছোঁড়া আর কত কি হয় দেখা যাক্‌।

মন্ত্রী। বুঝেছি অনেকক্ষণ প্রলয় সন্নিকট ; কিন্তু কি উপায় আছে বল ! এ ক্ষেত্রে আমার বিবেচনায় দৈব বলই প্রবল।

বয়স্য। তবে তাই হোক্‌। যা আছে বরাতে তাই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ উদ্যান

রাণী

রাণী। না ! আর ভাল লাগে না,
হে বিধি ! কি হেতু নিঠুর মম প্রতি ;
কোন অপরাধে এ হেন যন্ত্রনা
দিতেছ এ অভাগীরে। সকল বিষয়ে
সুখী করিয়াছ মোরে, কিন্তু একের
বিহনে সব হইল বিফল। পুত্র বিনা
সতত আঁধার এ হৃদি। হে বিঘ্ন নাশিনী !
কর মোরে মাতা পুত্রের
জননী।

(রাজার প্রবেশ)

অঙ্গ। রাণী ! রাণী !! এতদিনে বুঝি হৃদয়ের
উষ্ণশ্বাস পশিয়াছে স্বরগের দ্বারে।

তাই, শুভ বার্ত্তা লয়ে দেবর্ষি আপনি
আগত এ পূরে।

রাণী। মম পূরে এসেছেন দেবর্ষি নারদ !
বড় ভাগ্যবতী আমি। নাথ ! সত্বর
আনহ তাঁরে। পূজি পাদ-পদ্ম তাঁর
জিজ্ঞাসিব কুশল যতেক।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। অপেক্ষার নাহিক সময় ; তাই
বিনা আবাহনে আসিলাম হেথায়।

রাণী। প্রণমামি হে দেবর্ষি ! কহ ঋষি
দেবপূরে কুশল সকলি ?

নারদ। মাতা ! করি আশীর্ব্বাদ ; দেবপুরে
সকলি মঙ্গল। তুষ্টা দেবী ভগবতী
তব প্রতি ; তাই পাঠায়েছেন মোরে
জানাতে তোমায় পূজিবারে মাতা
চণ্ডীকায়। পূজা বিধি সবিশেষ
কহিয়াছি রাজার গোচরে। এবে দেহ
বিদায় ; বহু কার্য্য আছে এ ধরায় ;
পুনঃ হইলে সময় মাতা পুত্রে দুইজনে
হইব মিলিত।

রাণী। সে কি কথা ! পূজা অন্তে ছাড়িব
তোমায় ; যদি অযাচিত ভাবে দেবাদেশ

করিলে জ্ঞাপন, ব্রত মোর যতক্ষণ
না হয় উৎযাপন, থাকিতে হইবে
মোর সাথে। যদি কোন
হয় ত্রুটি, হে দেবর্ষি! সংশোধন
তখনি করিও তাহা।

নারদ। একি ইচ্ছা তব! পুত্র তব বিখ্যাত
পাগল, তার দ্বারা কোন কার্য্য
হয় কি সম্ভব।

রাজা। অসম্ভব হয় যে সম্ভব চিরকাল তোমা
হ'তে। সিদ্ধিদাতার অগ্রদূত তুমি;
মিছে কেন করহে ছলনা, ও অভাগী
ললনা, কিছু যে জানেনা, তব পদে স্থির মতি,
একান্ত বিশ্বাস।

নারদ। তবে তাই হোক। কর মাতা
পূজার আয়োজন; মাতা চণ্ডীকার
ব্রত সফল হউক ধরায়।

রাজা। সকলি তোমার ইচ্ছা। হে ইচ্ছাধীন!
যত কিছু চতুরতা শিখেছ কি গুরু
চতুরালী পাশে! এস দেব
পূজার যথাযথ করি আয়োজন। (উভয়ের প্রস্থান)

রাণী। মহামায়া জয় চণ্ডী ত্রৈলক্যতারিণী।
অভিষ্ট করহ পূর্ণ শিবে হররাণী॥

কৃপা করি পুত্র দেহ ভিক্ষা মাগি পদে ।
রক্ষা কর মা মোদের সকল বিপদে ॥

(গান গাহিতে গাহিতে জয়ার প্রবেশ)

গীত

মিছে তব এ ভাবনা।
জননী যাহার সহায়, কি ভাবনা তার ধরায়,
মিছে কেন সহ এ জ্বাতনা ॥
মন প্রাণে পূ'জ চণ্ডীকায়,
সুফল ফলিবে তায়,
নিশ্চয় পূরিবে তব হৃদয়ের কামনা ॥

রাণী। মা! কে তুমি? তোমায় তো কোন দিন এ অন্তঃপুরে দেখি নি ;

জয়া। মা! আমি অতি ভাগ্যহীনা, সংসারে আমার বল্‌তে কেউ নেই ; মার নাম নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরি, যে যা দেয় তাইতে সন্তুষ্ট হই। তোমার বুঝি মা বড় কষ্ট, তাই চণ্ডী মাকে ডাক্‌ছিলে !

রাণী। চণ্ডী মাকে ডাক্‌লে কি হয় তুমি কি মা বল্‌তে পার !

জয়া। হাঁ পারি ; তিনি যে যা চায় তাকে তাই দেন ।

রাণী। তুমি কি করে জান্‌লে ?

জয়া। কি করে জান্‌লুম ! আমি যে তাঁকে দিনরাত

ডাকি, আর যা চাই তাই পাই ; দেখনা আমার কোন কষ্ট নেই। তুমিও আমার মতন তাঁকে ডাক, তোমারও কষ্ট থাক্‌বে না। তবে মা আজ আসি !

রাণী। এস, মা ! আমার কাছে আবার আস্‌বে ?

জয়া। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়। (প্রস্থান)

রাণী। মেয়েটীকে দেখে মনে হয় বড় অভাগিনী। মা মঙ্গলচণ্ডী ! নিরাশায় কূল দিও মা। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

তপোবন

(মুনি ও ঋষিগণ হোমকুণ্ডের সম্মুখে আসীন।)

ঋষিগণ। শন্নো দেবিরভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে—
শাংয়ো রভিস্রাবন্তু নঃ।
ওঁ মুর্দ্ধানং দিবেহিরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাত মগ্নিং।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানা মাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবা স্বাহা ॥

(পূর্ণাহুতি প্রদান)

(গান গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ, সঙ্গে বয়স্য)

গীত

গাও বীনে গাও হরিগুণ গান।
যে গানে গোকুল হইল আকুল
গোপিনীর মজিল পরাণ ॥
গাও আপন ভুলে হৃদয় খুলে,
সুর লয়ে ছেয়ে দাও ভূধর সলিলে,
কূলে কূলে ভরি বহুক যমুনা উজান ॥

তোল তোল সেই মধুর তান,
শুনিয়া গোপিনী সে গুণ গান,
আপন ভুলিয়া আসুক ধরায়—
ভুলে গিয়ে অভিমান ॥

নারদ। ঋষিগণ! রাজাধিরাজ অঙ্গ পুত্র কামনায় মা চণ্ডীদেবীর ব্রতের আয়োজন করেছেন, তিনি আপনাদের স্মরণপ্রার্থী। আশা করি আপনারা রাজার মঙ্গল কামনায় তথায় উপস্থিত থাকিবেন!

১ম ঋষি। যখন দেবর্ষি স্বয়ং এসে নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন তখন এখনই আমরা তথায় উপস্থিত হব ও রাজার মঙ্গল কামনায় রত থাক্‌বো।

নারদ। তাহ'লে আপনারা অগ্রসর হোন; আমি দধিচীর ও ভরত মুনির আশ্রমে এবং কাম্যক বনে এই শুভ সংবাদ দিয়ে যাচ্ছি। (মুনি ও ঋষিগণের প্রস্থান)

কি ব্রাহ্মণ! ভাবছো কি? চল ও গুলোও সেরে যাই।

বয়স্য। ঠাকুর! আমি একটু পেটুক, তাই পেটের কথাই ভাব্‌ছি। সকাল বেলায় প্রাসাদে থাক্‌লে এতক্ষণ আমার চারবার মুখরোচক প্রসাদে উদর পরিপূর্ণ হ'তো। আর এ তোমার পাল্লায় পড়ে, খালি পেটে সকাল থেকে বনে বনে ঘুরপাক খাচ্ছি; আর ঘুরতে পারিনি ঠাকুর। ভাল বোঝ তো তুমি এগোও, আমি পরে যাচ্ছি। আমি এ বনের সুপক্ক ফল না খেয়ে এক পাও এগুচ্ছিনি।

নারদ। একদিকে রাজার তাড়া, অন্য দিকে রাণীর হা হুতাশ, এখন আমি কি করি বলো! যত শীঘ্র ব্রতটা শেষ হয় ততোই ভাল, নইলে আমার ছুটি নেই।

বয়স্য। সে তো জানছি ঠাকুর! তবে ব্রত কি এরই মধ্যে শেষ হবে? আগে রাজ্যে মড়ক আসুক! তবে তো।

নারদ। তা হ'লে তুমি এই বাজে কথা আর বাজে কাজ নিয়ে থাক, আমি নিজের কাজে যাই।

(প্রস্থান)

বয়স্য। আমার সব কথা আর কাজ, বাজে; বটে! মনে করেছো ঠাকুর তোমার কি মতলব আমি বুঝতে পারি নি; চক্রী যে তোমার গুরু। যখন তুমি এখানে এসেছো, তখন কোন মতলব নিয়ে আসো নি এটা তো আমি ধারনাই কর্ত্তে পাচ্ছি না; এখন কোন রকমে বয়স্যাকে রক্ষা কর্ত্তে পাল্লে হয়।

(গান গাহিতে গাহিতে জয়ার প্রবেশ)

গীত

মা বুঝে চালাও আমার সংসারে।
আমি জানি না, শুনি না, বুঝি না কিছু
জানি মা শুধু তোমারে॥

তুমি আমার আমি তোমার,
তুমি বিনা নহে কেহ আপনার,
কেহ কি পারে শুধিতে মার ধার,
বল দেখি মা আমারে ॥

বয়স্য। ইনি আবার কে! তাই তো বলি, যখন দেবর্ষির আগমন হয়েছে, তখন পিছনে যে অদ্ভুত কিম্ভূত এ সব কিছু নেই সেটা ভাবাই মিছে। যা হোক একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্, যদি ব্যাপারটা কি জানতে পারি; সঙ্গে সঙ্গে যদি বয়স্যের ঋনেরও কিছু শোধ কত্তে পারি। মা! এই বিজন বনে তুমি একাকিনী কে মা?

জয়া। (স্বগত) এ বামুনের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। (প্রকাশ্যে) আমি মা চণ্ডীদেবীর একজন ভক্ত।

বয়স্য। ও বুঝেছি! আর বল্‌তে হবে না মা; আমি আগেই ঠিক্ সন্দেহ করেছি। আচ্ছা মা! দেবর্ষি এলেন বীণা হাতে, তুমি এলে ত্রিশূল হাতে, আর তোমার পিছনে কত জন ঢাল তলোয়ার হাতে আছে বল্‌তে পারো?

জয়া। আপনি এ সব কি বলছেন! কি হয়েছে?

বয়স্য। হয় নি কিছুই, তবে মা! যার খোঁজে এসেছ তিনি এতক্ষণ অনেকটা পথ হয় তো চলে গেছেন।

আচ্ছা মা! দয়া করে একটা কথা আমায় বলে যাবি, এই ব্যাপারটা কর্দ্দুর গড়াবে।

জয়া। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আপনি আমায় ও রকম কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

বয়স্য। কেন করছি! রাজা আমায় ভয়ানক ভালবাসে তাই। দেখ, মা! আমি তার অনেক খেয়েছি। যদি তোমার কাছে খবর পেয়ে সেই ঋণের কিছু শোধ করতে পারি।

জয়া। আমি তো প্রথমে বলেছি. আমি কিছুই জানি না।

বয়স্য। বেশ, তাই হবে। তবে যখন কিছুই ভাংলে না, তখন এটুকুও জেনে যাও যে এই বুড়ো বামুন বেঁচে থাক্‌তে বয়স্যের গায়ে একটুও আঁচ লাগ্‌তে দোব না!

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

হরবল্লভের বাটী

রত্ন। আজকাল ঠাকুর দেবতারাও কি এক চোকো। ঐ ওপাড়ার ধনপতি সওদাগরের সাত সাতটা ব্যা'টা হল, মা ষষ্ঠি কি ভুলেও এ বাড়ীতে একটা দিতে পাল্লেন না। তাঁকে তো দিন রাত্রিই ডাক্‌ছি, রাস্তা ঘাটে যেখানে একটা বিড়াল দেখছি তাঁর

বাহন বলে দুধ ভাত খাওয়াচ্ছি; কিন্তু মা তো ভুলেও একবার আমার দিকে চাইবেন না!

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। মা! দুটি ভিক্ষে পাই মা।

রত্ন। আহা! বাছার আমার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে; বসো মা বসো, আমি চাল নিয়ে আসি।

(প্রস্থানোদ্যত)

জয়া। হাঁ মা! তোমার কয় ছেলে?

রত্ন। ওকথা আর বাছা জিজ্ঞেস করো না। মা ষষ্ঠি কি ভুলেও আমার দিকে চেয়েছেন, যত ছেলে মেয়ে সব ওই ধনপতি সওদাগরকে দিয়েছেন।

জয়া। তা হ'লে তো আমি তোমার হাতে ভিক্ষা নেব না।

রত্ন। সে কি বাছা! সকাল বেলায় খালি হাতে ফিরে যাবে, গৃহস্থের যে তাতে অকল্যাণ হবে।

জয়া। তা কি কর্ব্বো মা! আঁটকুড়োর হাতে আমাদের ভিক্ষে নিতে নেই।

রত্ন। আমাদের আর সর্ব্বনাশ করিসনি মা! ভিখারীকে ফিরিয়ে দিলে নারায়ণকে যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জয়া। কি কর্ব্বো মা উপায় নেই! তোমার বুঝি মা ছেলে নেই ব'লে বড় কষ্ট হয়? তা তুমি কেন

মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর না তাহ'লে তো ছেলের মা হবে।

রত্ন। সে ব্রত কি রকম করে পালন কর্ত্তে হয়?

জয়া। সে খুব সোজা; প্রথম, জ্যৈষ্ঠের মঙ্গলবারে মঙ্গল ঘট বসিয়ে স্বামী ও স্ত্রী দুজনে একযোগে মাকে পূজো কর্ত্তে হয়, এক সঙ্গে মাকে ডাকতে হয়। পরে প্রত্যেক মঙ্গলবারে স্ত্রীকে এই ব্রত কর্ত্তে হয়। জ্যৈষ্ঠের মঙ্গলেই এ ব্রত শ্রেয়।

রত্ন। এই ব্রত কল্লে আর কি হয়?

জয়া। স্বামীর মঙ্গল হয়, গৃহস্থের কল্যাণ হয়। হাঁ মা তুমি কি কিছু শোন নি! নারদ মুনি স্বর্গ থেকে এসে রাজার ছেলে হবার জন্য এই ব্রত কর্ত্তে বলেছেন।

রত্ন। কই না! পোড়া মিন্‌সে কি আমায় কোন কথা বলে, না বল্‌বে; কেবল খরচা—আর—খরচা এই কথা। আচ্ছা বাছা! যদি তিনি রাজী না হন তা হলে আমার একলা পূজোয় মা সন্তুষ্ট হবেন না?

জয়া। না মা! প্রথমে একযোগে না ডাক্‌লে মা কিছুতে আসেন না।

রত্ন। তা হ'লে বাছা তুমি আমার উপকার করলে আর শুধু হাতে ফিরে যাবে, সে কি হয়!

জয়া। আজকে না হয় ফিরে গেলুম কিন্তু এবার যেদিন আস্‌বো বোধ হয় ফিরবো না। (প্রস্থান)

রত্ন। শুধু হাতে ফিরে গেলো। বেশ মেয়েটা কিন্তু; যদি ওর কথা সত্যি হয়; হয় কেন, নিশ্চয়ই সত্যি হবে। তবে—উনি কি রাজী হবেন—না হবেনই বা কেন, খালি তো দুজনে এক সঙ্গে পূজো কর্ত্তে বস্‌বো, এতে তো কোন খরচাই নেই।

(বণিকের প্রবেশ)

রত্ন। (আদরের সুরে) আজ সকাল থেকে কোথায় ছিলে! আমি চাকরকে আর ঝিকে দিয়ে চারবার তোমায় ডাক্‌তে পাঠালুম।

হর। (স্বগত) আজ একটা কিছু বড় রকমের আছে, নহিলে এত ডাকাডাকি কেন। (প্রকাশ্যে) বলি আজ এত জোর তলব কেন?

রত্ন। তুমি সব সময় ও রকম ঠাট্টা করো না বল্‌ছি। তোমার ঐ রকম কথা শুন্‌লে আমার মরতে ইচ্ছে হয়।

হর। যাক্—যাক্, যাক্ ও সব কথা, এখন কি হয়েছে বল?

রত্ন। সকাল বেলায় নাপিত বউ টাকা নিয়ে এসেছিল, তুমি বাড়ী ছিলে না তাই সে বলে গেছে আবার কাল আস্‌বে।

হর। টাকা এনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ; নয় একটু বস্‌তো।

রত্ন। সে অনেকক্ষণ তো বসে ছিল ; আমি যদি হাতে টাকা নিয়ে রাখি তাতেও তো তোমার আবার রাগ হবে।

হর। যাগ—যাগ, যাগ ও সব কথা।

রত্ন। কেন যাবে ? এবার থেকে আমায় মাসে মাসে কিছু হাত খরচা দিতে হবে।

হর। তোমার আবার হাত খরচার টাকার দরকার হলো ; কেন, সব জিনিষ পাচ্ছো না।

রত্ন। পেলে কি হবে, আমার তো ব্রত পার্ব্বন আছে। সব সময় তো আর তোমার ঠেঙ্গে চাইতে পারিনি। হাঁ, আর এক কথা আমার সব ব্রত তো হয়েছে, কেবল মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতটা বাকী থাকে কেন ! তোমায় একদিন ঠাকুর ঘরে আমার সঙ্গে পূজো কর্ত্তে হবে।

হর। ওরে বাবা ! এ আবার তোমায় কে বল্লে ? এতে কত খরচ জান ! এ সব কেবল রাজা রাজড়ারাই করে থাকে।

রত্ন। তুমি যে এত টাকা জমাচ্ছো কার জন্যে বলো তো ?

হর। ও—বুঝেছি, বংশধর চাই না ! সেদিন সেই গণৎ-কার কি বলে গেছে শুনেছ তো ; তবে আবার কেন?

রত্ন। আমি ও সব মানি না।

হর। আমিও তা হ'লে তোমার ও সব মানি না।

রত্ন। তোমায় মান্‌তে হবে না—হবে না—হবে না। তুমি আমার সঙ্গে পূজোয় বসবে কি না বল ?

হর। আগে খরচ কত না বল্‌লে আমি কিছুতেই রাজী হব না। সে তো গেল, এখন একটা ছেলে হ'লে তাকে মানুষ কর্ত্তে কত খরচ পড়ে তা জান।

রত্ন। তুমি কেন যে এমন কর তার ঠিক নেই। যদি তোমার ছেলে না হয় তা হলে তোমার টাকা কে ভোগ করবে বলোত ?

হর। হুঁ সে একটা ভাববার কথা। তা হ'লে এ পূজোর ফর্দ্দ কিছুই নেই, খালি তুমি আর আমি। এ ব্রত তা হলে বামুনগুলোকে খুব জব্দ করেছে তো বাবা! কেবল দাও—আর দাও।

রত্ন। তা হলে আমি এর ব্যবস্থা করি ?

হর। যখন খরচ নেই, তখন আপত্তিও নেই।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

(সম্মুখে বেদীর উপর মঙ্গলঘট, পূজার উপকরণ লইয়া রাজা রাণী ও সখিগণের প্রবেশ এবং যথাযথ স্থানে সমস্ত রাখিয়া রাজা ও রাণী মঙ্গল ঘটের উভয় পার্শ্বে জোড় হস্তে উপবেসন)

উভয়ে। নমি মাতঃ শ্রীচরণে সত্য সনাতনী।
রেখ মা শ্রীপদে ওগো মহিষমর্দ্দিনী॥
শ্যামা, বামা, উমা, ধূমা, সতী শিবজায়া।
নমি তোমা পুনঃ পুনঃ শিবে মহামায়া॥

(উভয়ে নমস্কার করণ)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মহারাজ! আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের সমস্ত স্থানের ব্রাহ্মণ, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব সকলকে আমন্ত্রণ করেছি। ঋষিগণ, ঋত্বিকগণ সকলে বাহিরে অপেক্ষা করছেন; সকলে কায় মন বাক্যে আপনার শুভ প্রার্থনা করছেন।

রাণী। হে দেবর্ষি! বৃথা হলো সব আয়োজন।
পুত্রের কারণ আজ্ঞামত পূজিলাম মাতা
চণ্ডীকায়, নাহি জানি কেন মাতা পূজা
মোর না করিল গ্রহণ। এবে কি করি
উপায়! কোন আশায় ধরিব এ প্রাণ!

নারদ। মাতা স্থির হও! পুনঃরায় পূজহ মাতায়!
ভক্তিভরে দোঁহে মিলি করহ প্রার্থনা,
মনের বাসনা তব নিশ্চয় পূরিবে।
যাই আমি অতিথি সেবায়।

(প্রস্থানোদ্যত ও বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য। যেখানে ইচ্ছা যাও ঠাকুর! আমি কিন্তু তোমার

সঙ্গ ছাড়্‌ছি না। দরজা আগ্‌লে বসে থাকবো, দেখি সুফল না দিয়ে কি করে যাও।

নারদ। কি ব্রাহ্মণ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

বয়স্য। কেন! তোমার সঙ্গে সঙ্গে তো আছি। তুমি যাই কর ঠাকুর! তোমায় সুফল না দিয়ে কিছুতেই এখান থেকে যেতে দিচ্ছি না!

নারদ। বেশ, তাই হবে; এখন বাহিরে চল। অতিথিগণ ফলাফলের জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাজা। জয়চণ্ডী মহামায়ে ত্রৈলক্য জননী শিবে।
সিদ্ধিং কুরু মমাভীষ্টং নমস্তে হরবল্লভে॥
পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, ভাগ্যং মে দেহি সর্ব্বদা।
ক্ষমস্বাপরাধং চ মে নারায়ণী নমোস্তুতে॥

রাণী। রুদ্রচণ্ডী প্রচণ্ডাসী প্রচণ্ড বল নাশিনী।
রক্ষমাং সর্ব্বতো দেবী বিশ্বেশ্বরী নমোস্তুতে॥
হর পাপং, হর ক্লেশং, হর শোকং; হরাশুকং।
হর রোগং হর ক্ষোভং, হরমারম্‌ হর প্রিয়ে॥

রাজা। সংগ্রামে বিজয়ং দেহি, পুত্রং দেহি গৃহে মম।
বংশরক্ষার্থং পুত্রং দেহি দেহি দেবিং নমোস্তুতে॥
শিরোমে চণ্ডীকাং পাতু, কণ্ঠে পাতু মহেশ্বরী।
হৃদয়ং পাতু, চামুণ্ডা সর্ব্বোতো পাতু চণ্ডীকে॥

রাণী। মা, নিলে নাক' পূজা মোর!

কোন দোষে দোষী মাতা তব চরণে ?
শোন মাতা ! যদি হই সতী, যদি
পূজে থাকি তোমা একমনে, নিজ
রক্তদানে দিব অঞ্জলি ও রাঙ্গা পায়।
প্রভু আন ত্বরা শানিত কৃপান,
আমূল বসায়ে দাও মম বক্ষ মাঝে ;
পুত্র বিনা না রাখিব এ ছার পরান।

রাজা। উচিত কহিয়াছ রাণী ! পুত্র বিনা কি
সুখ সংসারে। এক সাথে দুই প্রাণ
দিব উপহার ও রাতুল চরণে।

(রাজার প্রস্থান ও অস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

স্থির হয়ে দাঁড়াও রাণী ! অগ্রে
নাশি তোমা, তারপর নিজ প্রাণ
দিব উপহার ওই পাষাণীর পায়।

(অস্ত্রদ্বারা রাণীকে আঘাত করিতে উদ্যত ও মঙ্গল ঘট হইতে শ্রীশ্রীচণ্ডী আবির্ভাব)

চণ্ডী। বৎসে ! তুষ্ট আমি তব পূজায় ;
অচীরে পূরিবে তব মনস্কাম। (অন্তর্ধ্যান)

রাণী। ধন্য ! ধন্য আমি !! ধন্য মোর পূজা !!!
মাতা আসি, দিয়া দরশন, স্বয়ং সে পূজা
মোর করিল গ্রহণ। জয় মা চণ্ডী !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

ব্রাহ্মণগণ, সভাসদগণ, মন্ত্রী, পুরোহিত, রাজা ও রাণী (ব্রহ্মচর্য্যবেশে)

বৈতালিকের গীত

জয় মহীপতি সর্ব্বধর্ম্মে মতি
জয় হে প্রজানুরঞ্জক।
জয় হে ভূপতি প্রশান্ত মুরতি
ন্যায় ধর্ম্ম তুমি সত্যানুরঞ্জক ॥
ভূলোক দ্যুলোক তব যশোগানে,
পুরিত গগন সুমধুর তানে,
ধরাবাসী যত সদা পুলকিত
যাচে দেবাশিষ কল্যানদায়ক।
পূত ভক্তিমান শিষ্টের পালন
সদা তুমি হও দুষ্টের সাধক ॥

মন্ত্রী। মহারাজ! সমস্ত আয়োজন হয়েছে। কিন্তু এই অসময়ে আপনার আমাদের ছেড়ে যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়। যুবরাজ রাজকার্য্যে অনুপযুক্ত, সেচ্ছাচারী, দাম্ভিকের শিরোমণি; কোন ভরষায় তার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে যাচ্ছেন। আমি তার—ও

রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি আপনি এ সময়ে আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

সকলে। মহারাজ! মন্ত্রী সবই বলেছেন। এ দুঃদিনে আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

অঙ্গ। বন্ধুগণ! আমার বয়স হয়েছে। পুত্রও পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এ সময় আমাদের শাস্ত্র-চর্য্যা ও তপস্যা লইয়া বনে থাকা বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্রের কথা সবই তোমরা জান। আর রাজ্যকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ভার তোমাদের উপরই দিয়ে গেলুম।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ! আপনাদের ছেড়ে এ বুড়ো বয়সে আমি কি করে এখানে থাকবো। আমারও তো সময় হয়েছে, তবে আমাকেও সঙ্গে নিন, না হয় অবসর দিন।

রাজা। তা হয় না মন্ত্রী। যুবরাজের ভার তোমায় দিয়ে গেলুম। তোমায় বিশেষ করে তাকে দেখ্‌তে হবে। যাতে রাজ্যের শাসনের কোন কিছু ব্যাঘাত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখ।

(পুটুলী হস্তে বয়স্যকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া)

এ কি বয়স্য! এ ভাবে এখানে? আর এ সব যাবার ব্যবস্থাই বা কেন?

বয়স্য। কি আর ক'রবো। চিরকালই তো তোমাদের সঙ্গে আছি এখন তোমাদের সঙ্গেই যাবার ব্যবস্থা করছি।

রাজা। সেখানে যে তোমার কষ্ট হবে।

বয়স্য। তুমি থাক্‌তে আমার কষ্ট। তার উপর আবার আমার মা সেখানে থাক্‌বেন। তুমি তো জান বন্ধু ছেলে বেলা থেকে কোন দিনই আমরা আলাদা থাকি নি। আজ কেন আমায় অন্যায় অনুরোধ করছো।

রাজা। মন্ত্রী! যুবরাজকে এখানে নিয়ে এসো!

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি। যুবরাজের মদগর্ব্বে সভায় প্রবেশ ও মাতা পিতার পদধূলি গ্রহণ)

রাজা। বৎস। প্রথমে ব্রাহ্মণগণের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

বেন। পিতঃ! পিতামাতা হতে কি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ?

রাজা। হাঁ বৎস! ব্রাহ্মণ নারায়ণের অংশস্বরূপ। তাহাদের স্থান ক্ষত্রিয়ের উপর।

(বেন ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করিল)

এস বৎস! ব'স সিংহাসনে (রাজা কর্ত্তৃক বেন ও সবিতার সিংহাসনে উপবেশন) পূর্ব্বপুরুষগণের নাম উজ্জ্বল রেখ। কলঙ্ক যেন তাঁদের নামে না স্পর্শে। প্রজাগণকে পুত্রসম পালন করো। উৎপীড়কদের সমুচিৎ সাজা দিও। আশীর্ব্বাদ করি যেন দেব দ্বিজে সতত ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকে। মা চণ্ডীকা তোমার সহায় হউন।

রাণী। আশীর্ব্বাদ করি বৎসে পিতার ন্যায় উপযুক্ত হও। ধর্ম্মকার্য্যে কভু বিমুখ হয়ো না। যদি প্রয়োজন হয়, সেই কার্য্যে নিজের প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। সাধু সঙ্গে থেক বার মাস। মাতা তব আমি অধিক আর কি কব। তোমার গৌরব জ্যোতিতে সূর্য্য যেন ম্লান হয়ে যায়।

বয়স্য। বাবা! আমি আর তোরে কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো। ব্রাহ্মণ ও দেবতায় ভক্তি রেখ', নারীকে সর্ব্বদা জননী জ্ঞান করো, আর যদি বড় হতে চাও অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দিও।

রাজা। দেব! এইবার আপনি অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করুন।

পুরো। (মস্তকে মুকুট দিয়া) আশীর্ব্বাদ করি পিতার সমস্ত গুণের অধিকারী হও।

ব্রাহ্মণগণ। মহারাজের জয় হোক।

পারিষদবর্গ। জয় মহারাজ বেনের জয়।

রাজা। হে পুত্র! বিদায় এক্ষণে।
দেবতা মণ্ডলী! দেখিও মোর স্নেহের
পুত্তলীরে স্বর্গ হতে। ব্রাহ্মণগণ!
কর সবে আশিষ বর্ষণ মোর সন্তানের
প্রতি। মন্ত্রী! তব হস্তে সমর্পিয়া
পুত্রেরে, বানপ্রস্থে চলিনু মোরা।

রাণী। পুত্র! কি আর কব। মাতা আমি
কেমনে বা লইব বিদায়। প্রাণ নাহি
চায় ছেড়ে যাইতে তোমায়। শেষ
উপদেশ বৎসে কহি তোমায়, সম্পদে
বিপদে স্মরণ রাখিও সদা মাতা
চণ্ডীকায়। (সবিতার প্রতি) মা! কি
আর কহিব তোমায়। ছায়াসম থেক
পতির সাথে সাথে। সর্ব্ববিষয়ে
সহায়তা করিও তাহার।

বেন। মাতা! ছাড়িয়া তোমায় কেমনে
রহিব এ পুরে।

সবিতা। পিতা রাজ্যের গুরুভার কেন অর্পিছ
মোদের ; না পারিব সহিতে হেন ভার
তোমাদের ছাড়ি। লহ মোদের তব সাথে।

রাজা। মাতা! অবিদিত কি কাছে তব শাস্ত্রের
গুড় তথ্য যত। তবে কেন মিছে
করিতেছ অনুরোধ; মিছে কালক্ষয়
উচিত না হয় ; এবে যাই মা।

বয়স্য। মাতা! দেহ সবে বিদায়। যদি
কভু ব্যথা পাও প্রাণে, শীতল
করিও তাহা আসিয়া আশ্রমে।
তব তরে মুক্তদ্বার রহিবে সর্ব্বদা।

রাজা। বয়স্য ! পথ দেখাও মোদের
যাইব আশ্রমে।
জয় মা মঙ্গলচণ্ডী ! (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

হর। ছেলে তো হ'লো, এখন খরচ সাম্‌লান দায়। সকাল বেলায় গয়লা বেটা দরজায় ধন্না দেবে, রোগের জন্যে কবিরাজ যেন বাড়ীর লোকের সামিল হয়ে গেছে; তার উপর আবার ওষুধের দাম, কোন দিকে সামলাই !

(রত্নগিরির প্রবেশ)

রত্ন। বলি সকাল থেকে আবার কি আরম্ভ করেছ ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাছার নিন্দে হচ্ছে তো ? তুমি জান, ছেলে হাজার মন্দ হলেও বাপ মার কাছে সে সোনার চাঁদ !

হর। বলি ! তোমার বাছাকে কি বলা হয়েছে ?

রত্ন। বটে ! আমার বাছা, তোমার কেউ নয় ?

হর। আরে তোমার ছেলের কথা কি কিছু বলা হয়েছে ! কাল ঐ হারুর ছেলেটা—

রত্ন। দেখ ! সকাল বেলায় আর মিছে কথা বলো না। আমি তোমার অনেক সহ্য করেছি, তুমি যদি খরচ কর্ত্তে না পার, তোমার গায়ে লাগে, তাহ'লে

আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও; তোমার কোন খরচ হবে না।

হর। তা, তোমাকে না পাঠিয়ে তোমার বাবাকেই কেন বল না তোমাদের খরচ এখানে পাঠিয়ে দিতে।

রত্ন। ওমা কি ঘেন্নার কথা! তারা বাড়ী বয়ে এসে খরচ দেবে, আর তুমি তাই হাত পেতে নেবে; আমার কি গলায় দড়ি জোটে না!

হর। এঁ্যা! এ সব আবার কি কথা; তুমি গলায় দড়ি দিতে যাবে কেন! আমি কি অন্যায় কথা বলেছি, ছেলে কি তাদের নাতি হয় না?

রত্ন। নাতিকে কি তারা ভাতের সময় সাজিয়ে দেয় নি!

হর। ঐ সব আজে বাজে না দিয়ে যদি নগদে দিত, তা হ'লে আজ তার সুদ থেকে ছেলের সব খরচই চলে যেত।

রত্ন। দেখ! সাত সাতটা নয়, ঐ সবে ধন নীলমণি; ফের যদি তুমি ঐ খরচের কথা তুলবে, তা হ'লে আমি বিষ খাব না হয় গলায় দড়ি দেব বলে রাখছি! আর তা হ'লে তোমার একটা খরচ বাঁচবে তো?

হর। আবার সেই কথা। না, আমি বাহিরে যাই; তোমায় বারন করে দিচ্ছি তুমি খবরদার আমার কাছে ওই রকম কথা বল্‌বে না।

রত্ন। কেন, বলবো না কেন! একশ বার বলব।

হর। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ দিকিনি, কথা-গুলো শুনে আমার বুকটা কি রকম ধড়াস্ ধড়াস্ করছে !

রত্ন। এতে বুক ধড়াসের কি আছে।

হর। (ক্রন্দন সুরে) আমি যে তোমায় ভালবাসি, তাই ও সব কথা সহিতে পারিনি।

রত্ন। যত বয়স হচ্ছে তত ঢং বাড়ছে, কথার ছিরি দেখ না। হাঁ আর একটা কথা, ছেলের যে বিয়ের সময় হ'ল তার কি ব্যবস্থা কচ্ছো ?

হর। দেখ! একটু সুযোগ দিয়েছি কি একেবারে মাথায়। বলি ছেলের তো বার মাসই অসুখ, তা বিয়ে নাই বা দিলে !

রত্ন। ওমা, সে কি কথা! মা চণ্ডী আমায় কাল কি স্বপ্ন দিয়েছেন জান, তিনি জানিয়েছেন, যদি আমার জয়দেবের সঙ্গে সওদাগরের মেয়ে জয়া-বতীর বিয়ে হয়, তা হ'লে আমার ছেলের সব রোগ সেরে যাবে।

হর। চণ্ডী মা তোমায় স্বপ্নে বিয়ের সম্বন্ধ করে দিলেন কিন্তু খরচের ব্যাপারটা কিছুতো বলে দিলেন না। আর তুমিও কি ছাই, চেয়ে, কি জেনে নিতে পারলে না !

রত্ন। তোমার কথা শুন্‌লে সাধে কি আমার মর্‌তে ইচ্ছে

হয়। তুমি ঠাকুর দেবতা নিয়ে কেন ও রকম কর বলো তো!

হর। আবার সেই কথা! আচ্ছা, মা চণ্ডী খালি বিয়ের কথা বল্‌লেন, সওদাগরের তো অনেক টাকা, কত পাব, বউকে কি রকম সাজিয়ে দিয়েছে সে সব কিছু স্বপ্নে দেখনি?

রত্ন। কেন দেখ্‌বো না! এক গা গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। পথে ডাকাতের ভয়ে জয়দেব সেই সমস্ত গহনা মার নাম করে একটা পুটুলি বেঁধে জলে ফেলে দিলে, একটা রাঘব বোয়াল সেটা খেলে, আবার সেই মাছ আমাদের বাড়ী এলো, জয়াবতী ছাড়া কেউ সে মাছ কুটতে পাল্লে না; জয়াবতী যেমনি সেই মাছটা কুটলে অমনি গয়নার পুঁটলী বেরুলো, আরও কত কি দেখলুম।

হর। আর তুমি বসে বসে সেই মাছের মুড়ো খাচ্ছো, সেটা দেখনি! ও সব আজে বাজে; বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিস নি, করিস নি; খরচায় কুলিয়ে উঠ্‌তে পারবিনি।

রত্ন। তুমি কেন ভয় করছো! মা যখন দেখা দিয়ে বলেছেন, তখন তুমি কিছু ভেব না।

হর। কিছুই ভাবতুম না যদি মা দয়া করে খরচা কোত্থেকে হবে একটু বলে দিতেন!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। বাবু! ধনপতি সওদাগরের লোক আপনার জন্যে বসে আছেন।

(প্রস্থান)

রত্ন। এইবার স্বপ্ন বিশ্বাস হ'লো! যাও, একটু ভাল করে কথা ক'য়ো, যা তা বকো না; মনে রেখ' এর ভিতর ঠাকুর দেবতারা আছেন!

হর। আমাদের ঠাকুরগুলো খালি বামুন দিয়ে খরচ করাতে আছেন, পাইয়ে দেবার বেলায় নেই।

(প্রস্থান)

রত্ন। মা চণ্ডী, আমার মুখ রক্ষা করো মা!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

অত্রি মুনির আশ্রম

বনবালাগণের গীত।

পাতার আঁচল পেতে রেলো সই।
বনমাঝে রাজা মোদের এলো বুঝি ওই॥
কুসুম লতার গন্ধ ভরা দোলাও চামর অতি ধীরে,
দোয়েল শ্যামার স্নিগ্ধ রাগে দাওনা প্রাণটা আকুল ক'রে।
প্রাণের স্নিগ্ধ আবেগ দিয়ে ভরিয়ে দাওনা ডালিখানি,
সরস বুকের কোমল পরশ ধন্য হওগো তুমি ধনি,
রাজা মোদের আজ অতিথি এমন দিন কি আর হবে,
যতন করে বন ফুলে ভরিয়ে দাও শ্যামল অঙ্গ ওই॥

(প্রস্থান)

(বেন রাজা ও সারথির প্রবেশ)

সারথি। মহারাজ! এ স্থান আশ্রম বলে মনে হচ্ছে, কারণ এই স্থানের তরুলতাগণ যত্নসহকারে বর্দ্ধিত হচ্ছে, পশুপক্ষীগণ নির্ভীকচিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে, যজ্ঞের ধুমে গাছের পাতা সকল মসীবর্ণ হয়ে গেছে। হে রাজন! এ স্থান পরিত্যাগ করে চলুন আমরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করি।

বেন। আমি আশ্রম মানি না! শুধু জানি আমি রাজা, মৃগয়ায় বাহির হয়েছি, যেখানে মৃগ কিম্বা অন্য কোন জন্তু পাব, সেইখানেই শীকারে আনন্দ অনুভব কর্ব্বো।

সারথি। মহারাজ! রাজার ধর্ম্ম আশ্রমবাসীদিগকে রক্ষা করা। আপনি যদি তাদের হত্যা করেন, তা হ'লে আপনার ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

বেন। কাল হ'তে তুমি আমাব গুরু; আমি ধর্ম্ম ও শাস্ত্র দুইই তোমার কাছে শিক্ষা করবো!

সারথী। (জোড়হস্তে) অপরাধ নেবেন না মহারাজ! আমি আপনার আজ্ঞাকারী ভৃত্য মাত্র।

(দূরে একটী মৃগ দেখিয়া বেন তীর ছুঁড়িলেন)

তাপসদ্বয়। (নেপথ্যে) কে রে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর! তপোবনে প্রবেশ ক'রে জীব হিংসা কচ্ছিস্। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ! আশ্রমবাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

মহামুনি অত্রি আশ্রমে নাই, তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হয়েছেন ; আসুন, তাঁর কুটীরে বসে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন ! আপনার তীক্ষ্ণ শর আর্ত্তের রক্ষার জন্য, তাহাদের বিনাসের জন্য নয় !

বেন। এখন বিশ্রামের সময় নয় ; প্রথমে মৃগকে হত্যা করি, তারপর কুটিরে বিশ্রাম কর্ব্বো।

১ম তাপস। মহারাজ ! এ আশ্রম মৃগকে হত্যা করা আপনার উচিত কার্য্য নয়।

বেন। উচিত অনুচিত পরের কথা, সারথি ! কি ভাবছো ? এস'।

১ম তাপস। মহারাজ ! তা হয় না, আশ্রম রক্ষার ভার আমাদের উপর ; আগে আমাদের হত্যা করুন পরে মৃগকে হত্যা করবেন।

বেন। ও ভয়ে বেন রাজা মৃগ ছেড়ে যাবে না ! ভাল চাও, পথ ছাড় ; নহিলে পথ উন্মুক্ত কর্ত্তে আমি বাধ্য হব।

তাপসদ্বয়। তবে তাই করুন !

(তাপসদ্বয় রাজার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বেন রাজা বল প্রয়োগ করিয়া পথ উন্মুক্ত করিলেন)

১ম তাপস। বটে ! এতদূর স্পর্দ্ধা ! মদগর্ব্বিত রাজা !

২য় তাপস। (১ম তাপসের মুখে হস্ত দিয়া বাক্ রোধ করিয়া) কি কর ! কি কর ! রাগে অন্ধ হয়ে নিজের সর্ব্বনাশ করো না ; রাগে তপস্যার ক্ষয় হয় সেটা

কি ভুলে গেলে! গুরু আশ্রমে নাই, আমাদের যা কর্ত্তব্য তাই করেছি। তিনি আশ্রমে ফিরে এলে তাঁকে সমস্ত বলবো, তিনি এ সম্বন্ধে যা ভাল বিবেচনা করবেন তাই করবেন।

১ম তাপস। ক্ষত্রিয়ের এতদূর স্পর্দ্ধা! সত্যই এ আমি কি কর্‌ছিলাম! রাগই পতনের মূল। ওঃ আমি নিজে থেকে তাকে ডেকে আন্‌ছিলাম; চল!

২য় তাপস। মহারাজ! আপনি আপনার যাহা অভিরুচি তাই করুন, আর আমরা আপনার কার্য্যে বাধা দোব না। (উভয়ের প্রস্থান)

(বেন মৃগ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন, পশ্চাতে সারথি)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

নাগর ও নাগরী

নাগরী। আমি আর কিছুতেই এ রাজ্যে থাক্‌বো না! এতো অত্যাচার!!

নাগর। এখান ছেড়ে কোথায় যাবে? আজ চৌদ্দ পুরুষ ধরে এখানে বাস কর্‌ছি আর এখন বল্লেন কিনা চলো, তা কি হয়?

নাগরী। তা হ'লে বসে বসে রাজার এই অত্যাচার সহ্য কর। আমি এসব সইতে পারবো না, তুমি আমায় বাপের বাড়ী রেখে আস্‌বে চলো!

নাগর। দিন রাত প্যান্‌প্যানানি আর ভাল লাগে না। বলি। লোকের কি সব দিন সমান যায়! আজ কষ্ট হচ্ছে বলে তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাও, বেশ—যাও।

নাগরী। আমি কি তাই ব'লছি, তুমিও আমার সঙ্গে চলো না; রাজ্যে আবার একটা ব্যবস্থা হোক, তারপর আবার আমরা এখানে ফিরে আস্‌বো।

নাগর। তুমি কি বল্‌তে চাও, আমি আমার বন্ধু, বান্ধব ছেড়ে, সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে, এখানকার পাট তুলে দিয়ে, তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে বাস কর্‌বো!

নাগরী। নইলে এখানে বসে রোজ রোজ একটা করে হাঙ্গামা পোয়াও। বাবা! রাজার তো খেয়াল লেগেই আছে, লোকেই বা কত সহ্য করে বল!

নাগর। রাজার নিন্দে করতে নেই, রাজা দেবতার অংশ, সেটা কি তোমায় বলে দিতে হবে!

নাগরী। হ'তে পারে, কিন্তু এত অত্যাচার আর সহ্য হয় না। ঠাকুর দেবতার দোর ধরা ছেলে যে এত অলক্ষণে হয়, তা এই যা দেখ্‌লুম।

নাগর। তুই ও সব ভাবছিস্‌ কেন! তুই আমার সঙ্গে বাড়ী আয় দিকিনি।

নাগরী। না, আমি আর এ রাজ্যে থাক্‌বো না।

নাগর। তবে যাবি কোথায়? বাপের বাড়ী! আমি যেতে দেব না।

নাগরী। তবে আমি রাস্তায় বসে থাকি।

নাগর। এখানে যদি রাজার লোক আসে!

নাগরী। তা হ'লে কোথায় যাব?

নাগর। বল্‌ছি আমার পাসে আয়; স্ত্রীলোকদের সকল বিপদ হতে রক্ষা করবার ভার আমাদের উপর। তুই তোর বাজে ভাবনা ছাড় দিকিনি!

(নাগরী নাগরের দিকে চাহিয়া মুচকী হাসি হাসিল)

গীত

পু— চুকিয়ে দিয়ে ভাবনা ও তোর
আয় না ছুটে আমার পাসে।

স্ত্রী— জ্বালাসনিকো জ্বলছি নিজে
কাজ কি আমায় ভালবেসে॥

পু— তুই ছাড়া মোর কেউ নেই আর
জানিস্ নাকো তাই,

স্ত্রী— থাম্ থাম্ থাম্ বকিস নাকো
করিস্ সে বড়াই,

পু— আমি মাইরি বল্‌ছি আজ,
তোকে দেবো না কোন কাজ,

স্ত্রী— তোর কথা শুনে হাসছি প্রাণে
পাচ্ছি মনে লাজ—

পু— আর লাজেতে কাজ নাই
আয় আমার পাসে ভাই।

স্ত্রী— গুটি গুটি চলি মন প্রাণে মিলি
যাব প্রেম সাগরে ভেসে॥

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদ উদ্যান

(রাজা বেন আসীন, সখীগণের নৃত্যগীত)

গীত

মধুর সমীরে চল ধীরে ধীরে
মধুর অলি সাথে গাহি গান।
মধুর অধর, আকুল অন্তর,
মধুর মদিরা চাহিছে পান ॥
মধুর কুঞ্জে, মধুর ঝঙ্কার,
মধুর প্রণয়ী মিলন অপার,
মধুর সোহাগে তটিনী আবেগে
সাগরে ছুটেছে কানে কান।
মধুর কুসুম আজি এ বাসরে
ছাড়লো তব অভিমান ॥

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ! স্মরণ কি করেছেন মোরে ?

বেন। হাঁ। শুনেছ কি আমার আদেশ!
প্রতিদিন নিশিযোগে, নব নব কামিনীর
সহবাসে, রচি নব কুঞ্জ পোহাইব রাতি ;
প্রভাতে শুষ্ক ফুল সম দূরে দিব ফেলিয়া
তাদের। যথাযথ ব্যবস্থা ইহার করহ
সত্বর।

মন্ত্রী। হেন কার্য্য আমা হ'তে কভু না সম্ভবে!

বেন। যদি অপারক, কর বিবেচনা,
অবসর লতে পার রাজকার্য্য
হতে।

মন্ত্রী। তবে বিদায় এক্ষণে—

(গমনোদ্যত)

বেন। শুন! যদিও বিদায় দিনু রাজকার্য্য হতে,
কিন্তু রাজ আজ্ঞা অবহেলা হেতু
সমুচিৎ শাস্তি আজি দিব হে তোমায়।
কে আছ! বৃদ্ধ এ মন্ত্রীরে লয়ে যাও অন্ধকার
কারাগারে; যে জিহ্বা উচ্চারিয়েছে
"পারিব না" বাণী, দগ্ধ করহ তাহা
উত্তপ্ত লৌহ শলাকায়।

(প্রতিহারীর প্রবেশ ও মন্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান)

হে সুন্দরীবৃন্দ! সুরের লহরী পুনঃ
তোল হে আবার নব তানে, নব ছন্দে।

গীত

আমরা আকুল প্রাণে তোমারি পানে
চেয়ে থাকি।
হিয়া থর থর, প্রেমে জর জর
তোমার লাগি॥
দিন যায় মোদের তোমারি স্বপনে,
নিশি যাপি মোরা তোমারি ধেয়ানে,

তুমি ব'স হে বঁধু হৃদয় আসনে,
চরণে স্মরণ মাগি।
তোমারে দিয়েছি সব ভালবাসা
কিছু তো রাখিনী বাকী॥

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ। মহারাজ! একজন ঋষি আপনার দর্শন প্রার্থী।

বেন। যেতে বল। রাজকার্য্যের নহে এ সময়।

(দৌবারিকের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

দৌ। মহারাজ! ঋষি জোর করে এখানে আস্‌ছেন; কোন বারণ শুনছেন না।

বেন। এতদূর স্পর্দ্ধা ধরে কোন বা সে ঋষি!

(অত্রিমুনির প্রবেশ)

অত্রি। মহারাজ! আমি আপনার নিকট আপনার বিচার চাই। আশ্রমে অনুপস্থিত আমি, কোন ধর্ম্মমতে আপনি সেখানে প্রবেশ করে মৃগ বধ করেন; এর বিচার করুন।

বেন। রাজা আমি, আমার বিচার!
চমৎকার প্রার্থনা তোমার;
যাও মুনি! রাজকার্য্যের নহে এ সময়।

অত্রি। ঋষি আমি, প্রার্থী আমি,
ব্রাহ্মণ আমি, বিচারের আশায়

আসিয়াছি রাজদ্বারে। নির্দ্দিষ্ট সময়
নহে ব্রাহ্মণের তরে।

বেন। তবে করহ চিৎকার।
অন্যত্র চলিনু আমি।
ব্রাহ্মণ বলিয়া ক্ষমিলাম প্রথম
অপরাধ। হে সুন্দরীবৃন্দ!
এস মোর সাথে।

(সখিগণের প্রস্থান ও রাজা গমনোদ্যত)

অত্রি। দাঁড়াও রাজা! এতদূর স্পর্দ্ধা,
রাজজ্ঞানে ব্রাহ্মণেরে কর হেয় জ্ঞান।
রাজ সম্মানে দিয়া জলাঞ্জলি কহিলি
অনায়াসে, এখন নারিব আমি করিতে বিচার।
যদি স্বেচ্ছায় না কর প্রতিকার,
ব্রহ্মবল করিব প্রয়োগ।

বেন। এত দর্প ধর তুমি জন্মি ব্রাহ্মণ ঔরষে!
কিন্তু কহ হে তাপস! সুশীতল ক্ষত্রিয়
বাহু ছায়ায় বসি অর্জ্জিলে যে মহাধন,
হে সুজন! প্রয়োগ করিতে তাহা চাহ
ভর্ত্তার উপর। অসহ্য তোমার
এ রীতি, অদ্ভুত এ বিচার তোমার।
স্বেচ্ছায় যদি না তুমি করহ এ স্থান
ত্যাগ, বাহুবলে খেদাইব তোমা।

অত্রি। কি কহিলি দুষ্ট! বাহুবল!
আরে রে হীনমতি! হেন শিক্ষা
কে দিয়াছে তোরে? দেব, দ্বিজে করি
অবহেলা, চাও ক্ষাত্রধর্ম্ম করিতে
প্রবল। জান না কি হেয়!
যতদিন দেহপরি রহিবে এ শির,
ততদিন দেব দ্বিজ বিরাজিবে রাজোপরি।

বেন। ব্রহ্মজ্ঞানে সহিতেছিলাম তব
এ হেন ঔদ্ধত্য আচার। কিন্তু
আর না, এবে কুক্কুর জ্ঞান করি
আমি যত ঋষিগণে—
দূর হও, দূর হও এ স্থান হ'তে।

অত্রি। আরে রে হেয়, ঘৃণ্য, ক্ষত্রিয়
জঞ্জাল! জাননা কি অত্রিমুনির
প্রতাপ? যেই মত কুক্কুর জ্ঞানে
ব্রাহ্মণেরে করিলি রে হেয় জ্ঞান,
চক্ষের পালটে তুমি হও ভস্ম-স্তূপাকার;
দেখুক পৃথিবী এবে শ্রেষ্ঠ কোন জন।

(বেন ভস্মে পরিণত হইল)

একি! রাগের বশবর্ত্তি হয়ে আমি একি কল্লাম!
রাজহত্যা! ভগবান্! আমা হ'তে এ কি করালে?

প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—দয়াময়! কেন আমায় আত্ম বিস্মৃত করালে।

(বেগে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

তপোবন

(বয়স্য চণ্ডীপাঠ করিতেছিল, রাজা ও রাণী একমনে তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন)

বয়স্য। আচ্ছা মহারাজ! এই চণ্ডীদেবী হতে আমরা রাজ্য ছাড়া হলেম, পুত্রের অত্যাচারে যা কিছু অপযশ গায়ে মাখলেম্, অথচ সেই চণ্ডীর কথা নিয়ে মেতে রয়েছো?

রাজা। বয়স্য! তোমার বোঝবার ভুল। মা চণ্ডী আমায় পুত্র দিয়ে পুন্নাম নরক থেকে রক্ষা করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়ে সহধর্ম্মিনীর সঙ্গে তপস্যায় রত করিয়েছেন, জীবনের সাধ তিঁনিই আমার পূর্ণ করেছেন। বল! তিনি কি আমার মঙ্গল করেন নি?

বয়স্য। তোমার মঙ্গল হতে পারে, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দিকিনি! কোথায় সকাল হতে রাজভোগে, ঘৃতপক্ক খাদ্যের দ্বারা উদর পূর্ণ করতুম আর এখন—যাক্ সে সব কথা। তবে সুখের মধ্যে এই যে, তোমার সঙ্গ পেয়েছি।

(গান গাহিতে গাহিতে জয়ার প্রবেশ)

গীত

সঙ্গিহারা ভ্রমি একা বনে বনে।
(ও মা) উদাস প্রাণে তোমায় বিনে
গাহি গান আপন মনে॥
বন বড় ভালবাসি, যুগে যুগ বনবাসী,
বন ছেড়ে যেতে নারি
এক পা কভু অন্য স্থানে॥

বয়স্য। সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এসেছ! আমাদের কি কোন রকমে রেহাই দেবে না? যাই বল, তোমরা বড় বদ্-লোক। রাজ্য নিলে; ঐশ্বর্য্য নিলে, আমার রাজ-ভোগটিও নিলে, এখন কেবল প্রাণটা পাওনি বলে ছাড়ছো না, না! দেবর্ষি তো ব্রত শেষ করে স্বর্গে গেলেন, কই! তোমাকে তো নিয়ে গেলেন না?

রাণী। মা! তুমি ওর কথা শুনো না, ও আমার পাগ্‌লা ছেলে। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

বয়স্য। দেখ! মা আমায় পাগল বলে উপহাস কল্লেও আমার কথাগুলো খাঁটি কঠোর সত্য, প্রাণে বড় ঘা দেয় না মা?

জয়া। কই, আমার তো কিছুই মনে হয় না; (রাণীর প্রতি) আমি তো সব সময়ই তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি।

রাণী। বাবা! আপনি কি এঁকে চেনেন?

বয়স্য। চিনি বলে চিনি, বিশেষ করে চিনি। তবে মা! আপনিও যে এঁকে চেনেন, আজ নূতন জানলুম।

রাজা। কই। আমি তো কখনও এঁকে দেখিনি! তোমার পরিচয় কি মা?

জয়া। আমার পরিচয় তো অনেক দিনই দিয়েছি; আমি চণ্ডী মার একজন সেবিকা। এ ছাড়া আর আমার অন্য পরিচয় নেই।

রাজা। বুঝেছি মা! তোমায় আর বল্‌তে হবে না; তবে তুমি কোথায় থাক' জান্‌তে পারি কি?

জয়া। আমি মার সঙ্গে সঙ্গেই থাকি।

বয়স্য। তাই বন অবধি ধাওয়া করেছ! তবে এই বুড়ো বামুন বেঁচে থাক্‌তে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না এটা জেনো।

(নগরবাসীগণের প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ! আমাদের রক্ষা করুন, রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়েছে।

বয়স্য। কেন! রাজ্যে কি কোন রাজা নাই?

১ ন। মহারাজ! ঋষি শাপে রাজা ভস্মীভূত। দুষ্টের অত্যাচারে শিষ্টের প্রাণ বাঁচান দায় হ'য়ে পড়েছে।

২ ন। হে রাজন্! আপনি ফিরে চলুন; আমাদের ধন, জন, মান রক্ষা করুন।

রাণী। পুত্র ভস্মীভূত! উঃ—মা চণ্ডীকে। এ আবার কি

করলি মা! পুত্র দিয়ে আবার কেন কেড়ে নিলি মা! (মূর্চ্ছা)

রাজা। বয়স্য! যার আশায় সব ত্যাগ করে এলেম সেই পুত্র আর নাই। নিষ্ঠুর বিধি এই কি মোর ভালে লিখেছিলে?

বয়স্য। রাজা! এখন কি শোকের সময়? বুক দৃঢ় করে বাঁধ, চল আমরা রাজধানীতে ফিরে যাই; আমার মন বল্‌ছে, তুমি পুত্রকে নিশ্চয় ফিরে পাবে!

রাজা। বয়স্য! কি নিয়ে যাব? বুকখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে; দেখ্‌ছো না। চোকে এক ফোঁটাও জল নেই; কেবল বুক ভাঙ্গা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

রাণী। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে) হা বৎস! মোদের ছেড়ে কোথায় গেলে!

জয়া। মা! অধীর হবেন না, চণ্ডী মাকে ডাকুন; তিনিই আবার তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন।

রাণী। দেবেন! তুমি ঠিক জান? বাছা আবার আমায় মা বলে ডাকবে?

জয়া। আমার মা তো কোন দিনই ভক্তের মনবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না!

রাণী। রাজা! চল। বাছাকে কোলে নিয়ে মার আরাধনা করিগে। দেখি, তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন কি না।

বয়স্য। কি ভাব্‌ছো? চল রাজা নচেৎ বিলম্বে রাণী উন্মাদিনী হবেন।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

প্রমোদ উদ্যান

(সবিতা বেন রাজার ভস্ম আগলাইয়া বসিয়া)

সবিতা। মা মঙ্গলচণ্ডী! তোমারই বরে আমার স্বামী দেব দেহ পেয়েছিলেন, তবে কেন মা তাঁকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমার এ দুর্দ্দশা করলে?

(রাজা, রাণী, বয়স্য ও জয়ার প্রবেশ)

রাণী। কৈ! কৈ রে আমার বাছা!! কোথায় বাবা তুমি!!! (ভস্মের সাম্‌নে আসিয়া) উঃ হুঃ! মাগো! এর চেয়েও যে আমি নিঃসন্তান ছিলাম ভাল। (উপবেশন)

রাজা। মা চণ্ডীকে! এত দুঃখ আমার কপালে লিখেছিলে।

রাণী। মা! দিয়ে নিধি কেন আবার কেড়ে নিলে।

জয়া। মা! শান্ত হোন, যাঁর জন্য আজ এ অবস্থা আবার সেই চণ্ডীদেবীকে প্রাণভরে ডাকুন; তিনিই আপনার সন্তানকে ফিরিয়ে দিবেন।

বয়স্য। আমি গোড়াথেকেই জানি, যখন একটার পর একটা করে এদের এ রাজ্যে শুভাগমন হয়েছে তখন একটা কিছু সর্ব্বনাশ না করে এনারা কখনও

যাবেন না। দিনে রেতে অদ্ভুত কিম্ভূত জীবের দেখা পাওয়া, চারি দিকে হুম্ হাম্ শব্দ, এসব কি মঙ্গলের লক্ষণ! এখানে এলেই যেন গাটা ছম্ ছম্ করে। (জয়ার প্রতি) মা বাছা! যা হবার তা তো হ'লো, এখন এখান থেকে ভালয় ভালয় সরে পড় দিকি বাছা।

জয়া। আপনি কেন এমন করছেন! আমি তো বলেছি মাকে ডাকুন; তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন।

(ঋষিগণের প্রবেশ)

১ম ঋষি। মহারাজ! অরাজকতাহেতু আমাদের আশ্রমে জপ তপের ভয়ানক বিঘ্ন হচ্ছে। আপনি আবার রাজদণ্ড গ্রহণ করুন, অসুরদের বিনাশ করুন, আমাদের রক্ষা করুন।

রাজা। (উন্মত্তের প্রায়) ঋষিগণ। তা হয় না। দেশ যাক, রাজ্য যাক, পৃথিবী অতল জলে ডুবে যাক, তাতে আমার কি আসে যায়; আমি শুধু প্রতি-শোধ চাই।

বয়স্য। বন্ধু! স্থির হও, ঋষিগণ অভিযোগ নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত; স্নেহপরবশ হয়ে তাঁহা-দের নিরাশ করো না। নিয়তির লিখন কেউ কি খণ্ডাতে পারে?

রাজা। নিয়তি! বুঝেছি বয়স্য! কোথায় সে থাকে

বল্‌তে পার ? সারথী ! রথ প্রস্তুত কর, সে যেখানেই থাকুক, আমি পুত্রহন্তার প্রতিশোধ নোব।

২য় ঋষি। এখন উপায় কি দেখ্‌ছো ! রাজা তো উন্মাদ-গ্রস্থ, রাণী শোকে অভিভূত ; এখন আমরা যাগ যজ্ঞ রক্ষার উপায় কি করি ?

৩য় ঋষি। তাই তো—এখন কি উপায় করা যায় ?

রাণী। বাছারে ! আর যে সহ্য হয় না , কার মুখ চেয়ে আর আমরা জীবন রাখ্‌বো !

রাজা। বয়স্য ! শুন্‌ছো, রাণীর কথা শুনছো, আমরা আর কি নিয়ে থাক্‌বো ? উঃ হুঃ বুক জ্বলে গেল। মা মঙ্গলচণ্ডী ! চমৎকার মঙ্গল বিধান করলে।

জয়া। (স্বগত) মা ! কোথায় তুমি ! সতীর ক্রন্দন আর যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না মা ! এই জন্যে কি আমায় এখানে পাঠিয়ে ছিলে !

রাজা। রাণী ! বুক জোড়ান ধন পুত্রের ভস্ম কোলে তুলে নাও। এখানে আর নয় ; চল, দূরে, আরো দূরে—বহু দূরে—যেখানে লোকালয় নাই। চল সেইখানে পালিয়ে যাই।

১ম ঋষি। কি আর ভাবছো ! অত্রি মুনিকে পবন গতিতে এখানে আনয়ন কর, নহিলে সৃষ্টি রসাতলে যাবে।

২য় ঋষি। তবে তাই হোক। আমি তাঁকে স্মরণ করি।

(ধ্যান করণ)

(অত্রিমুনির প্রবেশ)

অত্রি। মা! একি করলি মা!! এ আবার তোর কি পরীক্ষা!!! আমার যপ, তপ সবই পণ্ড করিলি মা! বৎস! আমায় কেন স্মরণ করেছ।

১ম ঋষি। ঋষি শ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন হও; যোগবলে যুবরাজের প্রাণ ফিরিয়ে দাও, নহিলে আমাদের সমস্ত নষ্ট হয়।

অত্রি। তা কি সম্ভব! ব্রহ্মশাপ একবার মুখ হ'তে বাহির হ'লে তা আর ফেরান যায় না।

২য় ঋষি। সে কি প্রভু! পূরাকালে পাষাণী অহল্যার উদ্ধার তো সম্ভব হয়েছিল।

অত্রি। হুঁ! তবে তাই হোক্। রাজা বেন!—

(অন্তরীক্ষে চণ্ডীর আবির্ভাব)

চণ্ডী। তিষ্ঠ! মুনিবর!
বিধিলিপি না হয় খণ্ডন;
একবার ত্যজিলে পরাণ
পুনঃ না হয় জীবিত।
তবে ব্রহ্মবাক্য বেদ বাক্য সম;
সেই হেতু মম বরে বেনের ঐ ভস্ম
প্রাপ্ত হোক নব কলেবর।

(ভস্ম হইতে পৃথুরাজার উৎপন্ন)

রাণী। সন্তুষ্ট হয়েছি আমি পূজায় তোমার।

তেঁই কহি,
যদি কেহ পূজে তব সম মোরে,
লভিবে সে সন্তান নিশ্চয়।
এই শুভ ব্রত ধরাধামে করিতে প্রচার
মম হেন আয়োজন। (অন্তর্ধ্যান)

সকলে। জয় মা চণ্ডীর জয়!

রাণী। মঙ্গলময়ী মা আমার! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রো মা।

রাজা। বয়স্য! মন্ত্রী কোথায়?

জয়া। রাজরোষে তিনি কারাগারে বন্দি রয়েছেন।

রাজা। কে আছ! মন্ত্রীকে এখানে সত্বর আনয়ন কর। রাণী! আর কেন, যার বরে হারান ধন ফিরে পেলে, আর মায়ায় পড়ে না থেকে চল আমরা আশ্রমে ফিরে গিয়ে তাঁরই আরাধনা করি।

রাণী। নাথ! সেই ভাল, আজ হতে আমরা মা চণ্ডীর নাম জপ করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব, চল।

জয়া। মা। এইবার আমায় বিদায় দিন।

রাণী। আগে তুমি কে বল?

জয়া। আমি তো আগেই বলেছি আমি মার একজন সেবিকা।

বসন্ত। ও পরিচয়ে এ বুড়ো আর তোমায় ছাড়ছে না।

জয়া। (স্বগত) তাই তো, আর নিজেকে লুকিয়ে রেখে লাভ

কি ? (প্রকাশ্যে) তবে শুন্‌বে ব্রাহ্মণ ! আমি মা চণ্ডীদেবীর প্রধানা সখি জয়া। ধরায় পুত্রহীনা নারীর জন্য জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রত প্রচার হেতু তিনি আমায় পাঠিয়েছিলেন। এখন আমার কাজ শেষ হয়েছে, আমায় বিদায় দিন।

রাণী। মা। আমার প্রণাম গ্রহণ কর। (প্রণাম)

বয়স্য। এই বুড়ো ও তার বন্ধুর প্রণাম, নে মা !

(রাজা ও বয়স্যের প্রণাম)

(জয়ার প্রস্থান ও অন্য দিক হইতে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ ! (ক্রন্দন)

রাজা। বৃদ্ধ। আর দুঃখ করো না, সবই নিয়তির লিখন। আমার এই শিশু পৌত্রকে ও মাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি, এদের মানুষ করো।

মন্ত্রী। মহারাজ ! আর নয় ; এই বুড়ো বয়সে আমাকেও একটু ধর্ম্ম চিন্তা কর্ত্তে দিন।

রাজা। (মন্ত্রীর হাত ধরিয়া) মন্ত্রী ! এই আমার শেষ অনুরোধ, এদের মানুষ করে তুমি আমার আশ্রমে এসো।

সবিতা। বাবা ! মা ! আবার আমাদের ছেড়ে, বিপদে ফেলে চল্লেন ?

রাজা। দুঃখ করো না মা। ছেলেকে মানুষ করবার চেষ্টা

করো ; আপদে বিপদে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডেকো, তিনিই সমস্ত বিপদ নাশ করবেন !

সকলে। জয় মা মঙ্গলচণ্ডীর জয় !!

(পুরমহিলা ও পুরবাসীগণের প্রবেশ ও গীত)

স্ত্রী— ত্রিলোক পূজিতা, মহিষ মর্দ্দিতা হরপ্রিয়া হররাণী।

পু— গোলকচারিনী, ভূভারহারিনী শিবজায়া নারায়ণী ॥

স্ত্রী— নমঃ নমঃ ত্রিশূলধারিনী,

পু— নমঃ নমঃ সিংহবাহিনী,

উভয়ে— নমঃ রক্তবসনা অলকা শোভনা
নমঃ নমঃ শ্মশানচারিনী ॥

পু— নমঃ ভবভয়হারা,

স্ত্রী— নমঃ শিবপ্রিয়া তারা,

উভয়ে— নমঃ দানবদলিতা, গিরিরাজসুতা
নমঃ নমঃ কৈলাসচারিনী ॥

যবনিকা